পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন
১৮এ ব্রাবোর্ণ রোড৭০০০০১-কলকাতা,
(রেজি : নং - ৪১৯৯)

ইস্তেহার নং-০৩/২০১৮ তারিখ-২৪.০৪.২০১৮

সকল সদস্যদের জন্য,

সাথী,

ব্যাঙ্ক এমপ্লোয়িজ ফেডারেশন,পঃবঃ এর ইস্তেহার সংখ্যা-০৭/২০১৮ তারিখ-২৩/০৪/২০১৮এর প্রকৃত পাঠ্যাংশ এর অনুলিপি নিচে দেওয়া হলো আপনাদের অবগতি ও আবশ্যকীয় সক্রিয়তা অবলম্বনের জন্য।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,
পিনাকী রাম চৌধুরী,
সাধারণ সম্পাদক

ব্যাঙ্ক এমপ্লোয়িজ ফেডারেশন,পঃবঃ এর ইস্তেহার সংখ্যা-০৭/২০১৮ তারিখ-২৩/০৪/২০১৮এর প্রকৃত পাঠ্যাংশ

প্রিয় কমরেড,

মহান মে দিবস উদযাপন

আমরা আবার একটা ঐতিহাসিক "মে দিবস" - এর সামনে দাঁড়িয়ে। "মে দিবস" মানে কাজের সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারনের দাবীতে শ্রমিকশ্রেনীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস, যা আজ আমাদের কাছে ভীষনভাবেই প্রাসঙ্গিক।
অসহনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নতুন চাকরীর সুযোগের অভাব, স্থায়ী চাকুরীর বদলে ঠিকা-প্রথায় নিয়োগের অবাধ আইনী-ব্যবস্থা, আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দাম গতি, ব্যাঙ্ক-শিল্পে সংযুক্তিকরনের ও বেসরকারীকরনের ভ্রুকুটি, দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেনীর অর্জিত ন্যূনতম অধিকারগুলি - শ্রম-আইন সংশোধনের মাধ্যমে - ছিনিয়ে নেবার উদ্যোগ, মালিকের মর্জিমাফিক অস্থায়ী কর্মী ছাটাই ইত্যাদি বহুমুখী আক্রমনের দাপটে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন বিপর্যস্ত; এই অবস্থায় নতুন বিপদ হিসাবে উপস্থিত মানুষের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের টাকা আত্মসাৎ করার আইনী বন্দোবস্ত - এফ.আর.ডি.আই বিল। এইসব আক্রমনের মুখে আক্রান্ত মানুষদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ-সংগ্রামকে দুর্বল করতে, প্রতিবাদী শ্রমিকশ্রেনী ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ভেঙ্গে চুরমার করতে উঠেপড়ে লেগেছে শাসক সম্প্রদায়; ধর্মীয় ভাবাবেগ কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মধ্যযুগীয় মৌলবাদের উদ্দাম প্রচার চলছে রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মদতে। পাশাপাশি নারী ও শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও হত্যা এবং তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয়ের মাধ্যমে বর্বর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে কেন্দ্রে আসীন শাসকদল ও তার শাখা-সংগঠনগুলি।
শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তোলা ও আন্দোলনের বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত, সুষ্ঠু গনতান্ত্রিক পরিবেশ যা আজ আমাদের রাজ্যে ভীষনভাবেই আক্রান্ত। বিগত কয়েকটি ব্যাঙ্ক ধর্মঘটেও এই আক্রমনের নজির আমরা দেখেছি; বর্তমানে গ্রাম-বাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পেশের পর্যায়ে এই আক্রমন বীভৎস স্তরে পৌচেছে। এমনকি ঐতিহাসিক "মে দিবস"এ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষনা করে এই সরকার রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণীকে আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করেছে।
এই সামগ্রিক আক্রমন মোকাবিলার শপথই হবে "মে দিবস"এর শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।
এই শপথ গ্রহনের উদ্দেশ্যে আমাদের রাজ্যের শ্রমিকশ্রেনী মিলিত হবে মে দিবসের সমাবেশে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে - আগামী ১লা মে (২০১৮), মঙ্গলবার, বিকাল ০৫.০০ টায়। সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু হবে ঐদিন বিকাল ০৪.১৫ টায় "জীবনপ্রকাশ" ভবন (সেন্ট্রাল এভিনিউ ও মিশন রো - এর সংযোগস্থল) থেকে।
সুতরাং আগামী ১লা মে (২০১৮), মঙ্গলবার, বিকাল ০৪.১৫ টায়, সেন্ট্রাল এভিনিউ ও মিশন রো - এর সংযোগস্থলে "জীবনপ্রকাশ" ভবনের সামনে ব্যাপক সংখক সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জমায়েত সুনিশ্চিত করে মিছিলে অংশগ্রহন ও মে দিবসের সমাবেশ সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আমাদের প্রতিটি ইউনিটকে এখন থেকেই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।
উষ্ণ অভিবাদন সহ,

(জয়দেব দাশগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক